ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪০৬২
আগরতলা, ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

ভারতের সংস্কৃতি আমাদের ঐক্যবদ্ধ রেখেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সংস্কার বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ। এ জন্যই আমরা ভারতের নানা ভাষা, ধর্ম, বর্ণের মানুষ হয়েও ঐক্যবদ্ধ আছি। আজ সন্ধ্যায় মুক্তধারা মিলনায়তনে স্বামী চিন্ময়ানন্দ স্মারক বক্তৃতার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা চেন্নাইস্থিত চিন্ময় মিশন।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, চিন্ময় মিশন ভারত সহ ২৬ টি দেশে বৈদিক প্রথা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক ব্যবস্থার সামঞ্জস্য রেখে প্রায় সাড়ে তিনশো কেন্দ্র চালাচ্ছে। এর মধ্যে শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। সমাজের উন্নয়নে কাজ করাই এই মিশনের প্রধান লক্ষ্য। রাজ্যেও চিন্ময় মিশনের একটি স্কুল স্থাপন করতে উপস্থিত স্বামী মিত্রানন্দকে অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্বামিজীকে রাজ্যে স্বাগত জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার অবশ্যই ভারতীয়ত্ব থাকতে হবে। ভারতের বৈদিক সভ্যতা সবথেকে পুরনো সভ্যতা। ভারতের সংস্কার সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার। তিনি বলেন, ভারতের সংস্কৃতি ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নেই। ভারতের সংস্কৃতি আমাদের ঐক্যবদ্ধ রেখেছে। ঐক্যবদ্ধ ভারতবাসীর জন্যই ইংরেজরা ২০০ বছর পর ভারত থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বড় হওয়ার আশা কোন ব্যক্তিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলে। কোন ব্যক্তির মধ্যে প্রতিজ্ঞা থাকলে তিনি সাফল্য পাবেনই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর সবথেকে বড় উদাহরণ। সরকারের কাজ মানুষকে বড় হতে-প্রতিষ্ঠিত হতে উৎসাহিত করা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার। কিন্তু প্রায় ৪০ বছরে রাজ্যে কর্মসংস্কৃতি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার রাজ্যে পরিকাঠামোর উন্নয়নে কাজ করছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আই আই আই টি, আই টি হাব, মেডিক্যাল হাব গড়ে তোলা, শিল্পের প্রসার, জলপথে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এতে রাজ্যে রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ত্রিপুরার সঙ্গে দিল্লীর ভৌগোলিক দূরত্ব আগের মতই থাকলেও মানসিক দূরত্ব নেই। মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পূর্বের উন্নয়নে কাজ করছে। এই অঞ্চলের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি রাজ্যকে রেলপথে যুক্ত করার কাজ চলছে। বিদেশীরাও এখন উত্তর পূর্বাঞ্চলে বেড়াতে আসছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিন্ময় মিশন ২৬টি দেশে কাজ করছে। এই দেশগুলিতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার হবে। আমাদের রাজ্যে যারা এর সঙ্গে যুক্ত তারাও আমাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতির প্রসারে কাজ করবেন। মুখ্যমন্ত্রী মিশনের সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী মিত্রানন্দ, মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী নীতি দেব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজসেবী অমিত রক্ষিত। স্বামী চিন্ময়ানন্দও আলোচনা করেন।

*****